গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
উন্নয়ন সমন্বয় শাখা
www.cabinet.gov.bd

বিষয়: সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির নবম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
সভার তারিখ	:	১৮ আগস্ট ২০১৫
সময়	:	বিকাল ৩.০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: **পরিশিষ্ট-ক** সংযুক্ত।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, মন্ত্রিসভা ইতোমধ্যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল অনুমোদন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও অনুগ্রহপূর্বক কৌশলপত্রটির চূড়ান্ত ভার্সন দেখে দিয়েছেন। এ কৌশল বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল একটি দিকনির্দেশনামূলক দলিল, যা প্রতিপালনে আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। প্রচলিত নিয়মকানুন মেনেই এতে সুপারিশকৃত বিভিন্ন পরিকল্পনা বা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। সম্পদের প্রাপ্যতার ওপর এ কৌশলে বর্ণিত কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রাধিকার অনেকাংশে নির্ভর করবে। তিনি এ কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়সমূহের করণীয় নির্ধারণের বিষয়টি অনুসরণের জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। অতঃপর সভাপতি আলোচ্যসূচি-১ অনুযায়ী 'জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের করণীয় নির্ধারণ'-এর ওপর বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য ড. শামসুল আলমকে অনুরোধ জানান।

আলোচ্যসূচি-১: জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের করণীয় নির্ধারণ:

২। সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ সভাকে অবহিত করেন যে, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির একটি সাব-কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের খসড়া প্রণয়ন করেছে। কৌশলটি গত ০১ জুন ২০১৫ তারিখে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়। এটি একটি চলমান দলিল, যা প্রয়োজনে সংশোধন করা যাবে। সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের রূপকল্প হচ্ছে যোগ্যতাসম্পন্ন সকল বাংলাদেশী নাগরিকের জন্য এমন একটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা দারিদ্র্য ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করে বৃহত্তর মানব উন্নয়ন, কর্মের সুযোগ সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে জীবন-চক্রভিত্তিক (life-cycle-based) সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা খাতে উন্নততর সেবা প্রদানের প্রচলিত ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩। বর্তমানে যে সকল মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে, কৌশলপত্র অনুযায়ী তাদেরকে পাঁচটি ক্লাস্টারে বিন্যস্ত করা হবে। ক্লাস্টারের থিমের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে এমন একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ক্লাস্টার সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় তাদের নিজস্ব কর্মসূচিগুলির নকশা প্রণয়ন এবং সেগুলি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। থিমেটিক ক্লাস্টারসমূহ হচ্ছে-সামাজিক ভাতা, খাদ্যনিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা, সামাজিক বিমা, শ্রম/জীবিকা সহায়তা এবং মানব উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়ন। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে তিনি সভায় আলোকপাত করেন।

৪। সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সক্ষমতা ও জনবল বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনে এ অধিদপ্তরের একটি পদ গ্রেড-১-এ উন্নীত করা যেতে পারে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রস্তাবিত পাঁচটি ক্লাস্টারের কোনটিতেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি মর্মে সভায় উল্লেখ করা হয়। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ বিষয়টি পর্যালোচনাপূর্বক এ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে উপযুক্ত ক্লাস্টারে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

৫। বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত হবে মর্মে লক্ষ্যস্থির করা হয়েছে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন নাও হতে পারে মর্মে সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে, ফ্রান্স ও সুইডেনের ন্যায় পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশেই জাতীয় বাজেটের ১৮%-এর অধিক অর্থ সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় করা হয়। সুতরাং বাংলাদেশ উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত হলেও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাজেট হ্রাসের পরিবর্তে এ খাতে আরও বেশী বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজন হতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

৬। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত এমআইএস (Management Information System-MIS) প্রতিষ্ঠাক্রমে একক নাগরিক নিবন্ধন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। এ বিষয়ে সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ জানান যে, তাঁর বিভাগের এই প্রকার সুবিধাভোগীদের তথ্য সংরক্ষণের নিমিত্ত একটি MIS তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। সুবিধাভোগী নির্বাচনে দ্বৈততা পরিহারের ক্ষেত্রে এ তথ্য-ভান্ডার কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। অর্থ বিভাগের গৃহীত কার্যক্রমের সমন্বয় এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে পারস্পরিক তথ্য আদান-প্রদানের উপযোগী MIS স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রামকে অনুরোধ করা যেতে পারে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

৭। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কয়েকটি ক্লাস্টারে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ব্যতিরেকে কোন কোন কর্তৃপক্ষ ও অধিদপ্তরের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা বাদ দেওয়া যথাযথ হবে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম উল্লেখই যথেষ্ট মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। এ কৌশলে পেনশন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের দায়িত্ব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সরকারি কর্মচারিদের পেনশন সংক্রান্ত বিষয় অর্থ বিভাগের আওতাভুক্ত বিধায় তা অর্থ বিভাগের দায়িত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এছাড়া, সামাজিক বিমা সংক্রান্ত কার্যক্রমের দায়িত্ব অর্থ বিভাগের পরিবর্তে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাভুক্ত করা সমীচীন হবে। ক্লাস্টারসমূহের ওপর অর্পিত কার্যাবলি সমন্বয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট লিড মন্ত্রণালয়সমূহের ক্লাস্টারভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে আলোচনাক্রমে আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে ক্লাস্টারের সভা আহ্বান করতে পারে। ক্লাস্টারের সভার রেকর্ড নোটস পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা যেতে পারে।

আলোচ্যসূচি-২: 'দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ' গঠনের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের মাধ্যমে সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত ধারণাপত্র।

৮। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব তথা প্রাক্তন সমাজকল্যাণ সচিব 'দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ' গঠনের লক্ষ্যে সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক একটি ধারণাপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, তাঁর প্রস্তাবের সারবত্তা হচ্ছে সমন্বিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে এক একটি দরিদ্র গ্রামকে সংগঠিত করে আত্মনির্ভরশীল, দারিদ্র্য ও ভিক্ষুকমুক্ত তথা ক্ষুধামুক্ত গ্রামে রূপান্তর করা। প্রস্তাবিত কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা। সমন্বিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০২৫ সালের মধ্যে দেশের সকল গ্রাম সম্পূর্ণরূপে দারিদ্র্য ও ভিক্ষুকমুক্ত গ্রাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

৯। আটটি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিদ্যমান প্রকল্প বা কর্মসূচিসমূহের পরিবর্তন না করে প্রস্তাবিত ধারণাপত্রের আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে কি-না, তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ জানান যে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহকে একক আমব্রেলা'র নিচে আনার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ধারণাপত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন যে, ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের কত টাকা মাঠে রয়েছে তার সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য নেই। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। সভাপতি এ বিষয়ে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি

গঠনের পরামর্শ প্রদান করেন। অর্থ বিভাগ এ কমিটির নেতৃত্ব প্রদান এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন পালন করতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

১০। **সিদ্ধান্ত:**

(১) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়টি অনুসরণের জন্য কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির একটি উপ-কমিটি গঠন করা হবে। ক্লাস্টারভিত্তিক প্রথম দফার সভাসমূহের সমাপ্তির পর এ উপ-কমিটি গঠন করা হবে;

(২) সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে প্রস্তাবিত পাঁচটি ক্লাস্টারের লিড মন্ত্রণালয়সমূহ আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রতিটি ক্লাস্টারের সমন্বয় সভার আয়োজন করবে এবং সভার রেকর্ড নোটস মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করবে;

(৩) সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে কোন ক্লাস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি তাদেরকে উপযুক্ত ক্লাস্টারে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি পর্যালোচনাক্রমে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(৪) ক্লাস্টারসমূহে কোন অধিদপ্তর বা কর্তৃপক্ষের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকলে তা বাদ দিয়ে কেবল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সামাজিক ভাতা ক্লাস্টারে, অর্থ বিভাগকে খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা ক্লাস্টারে, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়কে শ্রম/জীবিকা ক্লাস্টারে এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে মানব উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়ন ক্লাস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হবে;

(৫) সরকারি পেনশন অর্থ বিভাগের কর্ম-পরিধির অন্তর্ভুক্ত হবে। বেসরকারি পেনশন বিষয়ক কার্যক্রম ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাভুক্ত হবে;

(৬) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক উপস্থাপিত 'দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ' গঠনের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের মাধ্যমে সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত ধারণাপত্র পর্যালোচনা এবং এ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির নিম্নরূপ একটি উপ-কমিটি গঠন করা হল:

ক)	সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ	- সভাপতি
খ)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
গ)	সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	- সদস্য
ঘ)	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	- সদস্য
ঙ)	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	- সদস্য
চ)	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	- সদস্য
ছ)	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
জ)	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	- সদস্য
ঝ)	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য সচিব

১১। পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব